সাপ্তাহিক
স্বদেশ খবর
THE WEEKLY SWADESH KHABAR
১৪ বর্ষ □ ২৩ সংখ্যা
৭ ডিসেম্বর ২০১৫, সোমবার
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বাংলা

বই আলোচনা

ইয়াসমিন আরা লেখা : এক অনন্য সাহিত্য বিশ্লেষক

ড. মিল্টন বিশ্বাস

ড. ইয়াসমিন আরা লেখা শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ইতোমধ্যে দুই বাংলায় পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি একাধিক গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখক। তাঁর উৎসাহ এবং ঔৎসুক্যের বিষয় বিচিত্র্য। তিনি শিক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; আবার জাতীয় পত্রিকায় সমকালীন বিষয় নিয়ে কলাম লিখে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পাঠের বৈচিত্র্য এবং লেখনির সাবলীলতায় তাঁর প্রকাশ দক্ষতা অনন্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের সামগ্রিক, যুক্তিগ্রাহ্য ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করেছেন তিনি। শিল্প-সাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যকে সম্যক অনুধাবন করার ক্ষমতা তাঁর আছে। মূল্যায়নে তিনি লেখকের প্রতি নির্মোহ কিন্তু সহানুভূতিশীল। বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, নিষ্ঠা, যৌক্তিক বয়ানে তিনি সতর্ক। তিনি শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কবি ও কথাসাহিত্যিকদের টেক্সট বিশ্লেষণ করেছেন– বাংলাদেশের কবিতার কবি (২০১৩), অন্তরঙ্গ অবলোকন (২০১৩), তিন শিল্পী : শিল্পের অনুচেতনা (২০১৪) গ্রন্থত্রয়ে। 'অন্তরঙ্গ অবলোকন'-এ মহাদেব সাহা, সুফিয়া কামাল এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস নিয়ে ৩টি গবেষণা প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'বাংলাদেশের কবিতার কবি' গ্রন্থে বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা এবং শেখ হাফিজুর রহমান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'তিন শিল্পী : শিল্পের অনুচেতনা' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাংলাদেশের কবিতায় সৈয়দ শামসুল হক, বাংলাদেশের কবিতায় হুমায়ুন আজাদ শীর্ষক দীর্ঘ ৩টি প্রবন্ধ।

বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ুন আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা এবং শেখ হাফিজুর রহমান প্রমুখ কবির কাব্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন ড. ইয়াসমিন আরা লেখা। কাব্যের বিষয় ও প্রকরণ, ভাষাশৈলী, গঠনরীতি, পটভূমিকা ও অবয়ব নির্মাণের ক্ষেত্রে এসব কবি অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং আধুনিকতাকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বপ্নময় বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিরোধান কবিদের সৃজনশীলতায় প্রচণ্ড অভিঘাত সৃষ্টি করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং একাত্তরের যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা ও দেশব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ কবিদের সংকটগ্রস্ত ও দুঃসাহসী করে তুলেছিল। এজন্য চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে প্রথম আবির্ভূত এসব আধুনিক কবির (শেখ হাফিজুর রহমান বাদে) জগৎ অনেক বেশি জটিল, দ্বিধায়, যন্ত্রণায়, সংশয়ে বন্ধুর। ব্যক্তি ও বাইরের জগতের দ্বন্দ্বময় ঘাত-প্রতিঘাত এখানে কোনো শান্তি পারাবারে অবগাঢ় হয়ে নিষ্প্রসন্ন হয়ে যেতে পারেনি। প্রাত্যহিক এখানে প্রবল এবং তীব্র। একালের কবিতার উৎস একালের জীবন। কাজেই কবিতাকে জীবন্ত হতেই হবে স্থানীয় বাচন শিখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ শামসুল হককে স্বতন্ত্র ও শক্তিমান কবি হিসেবে চিহ্নিত করে ইয়াসমিন আরা লেখা'র মূল্যায়ন হচ্ছে– 'স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাসমূহের প্রতিক্রিয়া ও নিজস্ব প্রতীতিজাত অনুভব তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে স্বকীয় নির্মাণ ধারায়। চেতনার নিজস্বতা, অনুভবের গভীরতা, সূক্ষ্মতা ও শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক বোধের স্বকীয়তায় তাঁর কবিতা বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।'

এভাবে ড. ইয়াসমিন আরা লেখা আলোচ্য গ্রন্থগুলোতে পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় বিশেষত কবি এবং কথাসাহিত্যিকদের পর্যালোচনা, মাননির্ধারণ ও গুণাগুণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতমুক্ত। তিনি আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পর্কে লিখেছেন– 'তাঁর উপন্যাসগুলো একাধারে সমাজের ইতিহাস, ব্যক্তির অভিযাত্রা, আত্মিক সংকটান্বেষণ, মানবাত্মার স্বাধীনতা, বিশ্বজনীনতার জয়গানের অদ্বিতীয় শিল্পরূপ। নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য, উপন্যাসগুলো পাঠে সেই অনুভূতিই জাগে।' অর্থাৎ প্রাবন্ধিক মন্তব্য প্রকাশে সতর্ক এবং সাবধানী। কারণ সমালোচনার মাধ্যমেই একজন সাহিত্যিকের সঠিক ও নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য পাঠকসমাজ, দেশ ও জাতির কাছে চিহ্নিত হয়। তিনি নির্মোহভাবে সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে সমালোচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। যাতে তাঁর লেখার দ্বারা কেউ বিভ্রান্ত না হন।

তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভা হুমায়ুন আজাদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করার সময় অহেতুক বাকবিতণ্ডা করেননি। অলঙ্কাররূপক ব্যবহার করে প্রবন্ধ দীর্ঘ করার প্রচেষ্টাও অনুপস্থিত। একইভাবে সৈয়দ শামসুল হক কিংবা আলাউদ্দিন আল আজাদের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ হননি। আবার গ্রন্থ ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করলেও একতরফা মত প্রকাশ করেননি। একইভাবে নির্মলেন্দু গুণের যথার্থ মূল্যায়নই তিনি করেছেন। সাহিত্যকর্মের অনন্যতা কিংবা সীমাবদ্ধতা বুঝবার জন্য তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপন তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার অন্যতম একটি দিক। অস্পষ্ট মন্তব্য করে একজন কবি কিংবা কথাসাহিত্যিক সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার প্রয়াস ৩টি গ্রন্থের কোনো প্রবন্ধে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি নিজস্ব চিন্তাচেতনা, মনন ও মেধা দিয়ে সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধগুলোর মধ্য দিয়ে একজন যোগ্য সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। পাঠক-মনে নতুন চিন্তাচেতনা, নতুন মূল্যবোধ ও বিচার শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের সঠিক মানদণ্ডের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন ইয়াসমিন আরা লেখা। সুফিয়া কামাল সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য এরকম– 'আধুনিক বাংলা কবিতায় মহিলা কবিদের মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম। তাঁর কবিতার মধ্যে নিসর্গবোধ ও প্রেমানুভূতির যেমন নিবিড় ছোঁয়া আছে; তেমনি সময় পরিবেশের যুগ-যন্ত্রণা, সমাজ-চেতনারও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি আছে। আছে স্বদেশ স্বজাতিভিত্তিক দেশ-চেতনা ও মমত্ববোধ।'

ড. ইয়াসমিন আরা লেখার ভাষা সহজ-সরল, বিষয় উপযোগী। নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেননি তিনি। গ্রন্থভুক্ত লেখকদের সৃষ্টিকর্মের বিষয়বস্তুর যথার্থ ও সেগুলো যে বিষয় নিয়ে রচিত এবং যা উদঘাটিত হয়েছে তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করেছেন তিনি। লেখক যে সকল বিষয় ও বিষয়সমূহ অবতারণা করেছেন তার প্রকৃত বর্ণনা প্রদান করাই একজন সমালোচকের কাজ। কারো গুণকীর্তন না করে প্রকৃত জিনিস উপস্থাপন করা আবশ্যক। লেখকের মূল্যায়ন ও তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিশ্লেষণ ইয়াসমিন আরা লেখা বিশ্বস্ততার সঙ্গেই করেছেন। মূলত ড. ইয়াসমিন আরা লেখা তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোতে গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা বাংলাদেশের সাহিত্যের বহুকৌণিক দিগন্ত উন্মোচনে সক্ষমতা দেখিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি একজন কবি কিংবা কথাসাহিত্যিককে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান ও মেধাসমৃদ্ধ বিশ্লেষক। তাঁর গ্রন্থগুলোর বহুল প্রচার কাম্য।